বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন

আদমজীকোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বিজেএমসি সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বিজেএমসি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১)	বিজেএমসিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে বিষয়ে এবং বিজেএমসির সমস্যা সমাধানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	পাটখাতকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১ জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করে শ্রমিকদের চাকুরী গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় অবসান করা হয়েছে। বিজেএমসির মিল ও অন্যান্য সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয়কে সভাপতি করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নীতি নির্ধারণী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশ ও সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ১৭টি ও পরবর্তীতে ২টি নন-জুট এবং ১টি টেকব্যাককৃত মিলসহ মোট ২০টি মিল লিজভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিজেএমসি হতে লিজ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। লিজ প্রদানের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪ধাপে ১৪টি মিলের লিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ১টি মিলের লিজ চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া ৫ম ধাপে ৪টি মিল লিজ প্রদানের নিমিত্ত EoI আহবান করা হলে চূড়ান্তভাবে ২টি মিলের বিপরীতে ২টি প্রতিষ্ঠানকে NoA প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ ধাপে অবশিষ্ট ৩টি মিল লিজ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিজেএমসির জনবল কাঠামো পুনর্গঠনের বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার আলোচ্যসূচি হতে (ক্রমিক ১-৪) এর বিষয়গুলো বাদ দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে বিজেএমসি হতে ০১.০২.২০২১ তারিখ ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৪.০০২.১৭.৫১ সংখ্যক স্মারকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ ১৬.০৫.২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে-মর্মে জানা যায়।	পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়।
২)	ক) পাটকলগুলোর পুরাতন মেশিন বাদ দিয়ে আধুনিক মেশিন বসাতে হবে।		
	খ) বন্ধ ও পরিত্যাক্ত কোন মিল চীনের সাথে সহযোগিতা করে চালু করা যায় কিনা এবং তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায় কিনা সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্য কোন দেশ থেকে প্রস্তাব এলে তা বিবেচনা করতে হবে।		
৩)	বিজেএমসির অব্যবহৃত জায়গায় ছোট ছোট প্লট করে বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিয়ে Jute Related করাখানা স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।		
৪)	বিজেএমসির কারখানাগুলোকে কীভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান করা যায় সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান তার কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে আলাদা সভার আয়োজন করতে হবে।		

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বিজেএমসি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
৬)	যে সকল শিল্প বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল, শর্ত লংঘিত হলে তা সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনতে হবে।	শর্ত লঙ্ঘনের কারণে বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত ৬টি (১. ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা; ২. এ আর হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, মাদারীপুর; ৩. ফৌজি চটকল লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী' ৪. কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী; ৫. সুলতানা জুট মিলস্ লিঃ, সীতাকুন্ডু, চট্টগ্রাম; ৬. তাজ জুট বেকিং কোং লিঃ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ) পাটকল পুনঃগ্রহণ (Take back) করে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পরবর্তীতে শর্ত প্রতিপালিত হওয়ায় ফৌজি চটকল লিঃ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২৫-০১-২০২৪ তারিখে ফেরৎ প্রদান করা হয়। অন্য একটি মিল (কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ) লিজ প্রক্রিয়ায় পুনঃচালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'যে সকল শিল্প কারখানা বেসরকারিকরণ করা হয়েছিল, শর্ত লঙ্ঘিত হলে তা সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনতে হবে'- মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাটি বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে কিনা তা আরো অধিকতর যাচাই-বাছাইপূর্বক চেয়ারম্যান, বিজেএমসি-কে একটি প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য গত ১৭-০৪-২০২৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তা সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে মর্মে বিজেএমসি হতে গত ১৮-০৪-২০২৩ তারিখের ৭০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।	আংশিক বাস্তবায়িত।
১৩)	আদালতে বিচারাধীন মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যে সকল তথ্য, উপাত্ত ও প্রমানক প্রয়োজন হয়, তা যথাসময়ে দপ্তরে/ সংস্থাকে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ নিয়ে একত্রে কাজ করতে হবে।	(ক) মামলা পরিচালনা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথভাবে আইনগত প্রতিদ্বন্ধিতা করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া কোন মামলায় যাতে একতরফা রায় না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ করার পাশাপাশি প্রয়োজনে আইনজীবী পরিবর্তন করে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীদেরকে নিয়োগ দেয়ার জন্যও নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও আদালত অবমাননা (Contempt) মামলার বিষয়ে পূর্বের চেয়ে অধিক অধিক সতর্কতাসহ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। (খ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে প্রতি ০৩(তিন) মাস অন্তর অন্তর জোন ভিত্তিক মামলা মনিটরিং সভা করে মামলার অগ্রগতির বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বিজেএমসি কর্তৃক কেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিজেএমসি ও মিলসমূহের মামলাসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় ও আওতাধীন মিলসমূহের সর্বমোট মামলার সংখ্যা ৮০৬টি, তন্মধ্যে বিজেএমসির-১৮৪ টি, মিলের- ৬২২টি। ৮০৬টি মামলার মধ্যে উচ্চ আদালতে ৩৫৮টি এবং নিম্ন আদালতে ৪৪৮টি। আরও উল্লেখ্য যে, আদালতের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাৎক্ষনিকভাবে নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে মাননীয় আদালতে দাখিল করা হয় এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বিজেএমসি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১৪)	(ক) পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে।	সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১ জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করে শ্রমিকদের চাকুরী গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় অবসান করা হয়েছে। পরিবর্তীত পরিস্থিতে "পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে" বিষয়টি বিজেএমসি'র সাথে সম্পৃক্ত নয়।	পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়।
১৫)	(খ) যে সকল দপ্তর/ সংস্থার নিয়ন্ত্রণে সরকারী জমি আছে তা ফেলে না রেখে কাজে লাগাতে হবে।	বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে কৃষিজ জমি না থাকলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনার প্রেক্ষিতে চাষাবাদযোগ্য ফাঁকা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী মিলসমূহও ফাঁকা জায়গা ফেলে না রেখে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনে চাষাবাদ করছে। এছাড়াও, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "ঢাকাই মসলিন হাউস" প্রকল্পটির জন্য বিজেএমসি'র বন্ধকৃত মিল- জুটো ফাইবার গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-কে গত ২০/০৭/২০২২ তারিখে বিজেএমসি কর্তৃক বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট বাস্তব দখল হস্তান্তর করা/ বুঝে দেয়া হয়। প্রকল্পটিতে ঐতিহ্যবাহী মসলিন উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সর্বোপরি বিজেএমসি'র উৎপাদন বন্ধ মিলগুলো বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর লক্ষ্যে লিজ প্রদানের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়।
১৬)	Jute Geotextile ব্যবহার সম্পর্কে প্রচারণার ব্যবস্থা নিতে হবে। পণ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য কাজে পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।	সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১ জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করে শ্রমিকদের চাকুরী গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় অবসান করা হয়েছে। পরিবর্তীত পরিস্থিতে আলোচ্য বিষয়টি বিজেএমসি'র সাথে সম্পৃক্ত নয়।	পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়।
১৮	বিলুপ্ত আদমজী জুট মিলের ২নং ইউনিট পুনরায় চালুকরণের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সংক্রান্ত **প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান** ১৪/০২/২০১০ সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১ জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করে শ্রমিকদের চাকুরী গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় অবসান করা হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০টি মিল লিজভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিজেএমসি হতে লিজ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবর্তীত এ পরিস্থিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণে নতুন কোন মিল চালু করার সুযোগ না থাকায় আলোচ্য বিষয়টি বিজেএমসি'র সাথে সম্পৃক্ত নয়।	পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়।

২১/৪/২৪
(কে,এম, তানজিলুর রহমান)
উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
বিজেএমসি, ঢাকা

ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
বিজেএমসি ঢাকা

মোঃ নাসিমুল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সাঃ সেবা)
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন